অধিবেশন ২

চিন্তা, বিবেক, ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা

বাঁশি আর ঢোলের সংগীত

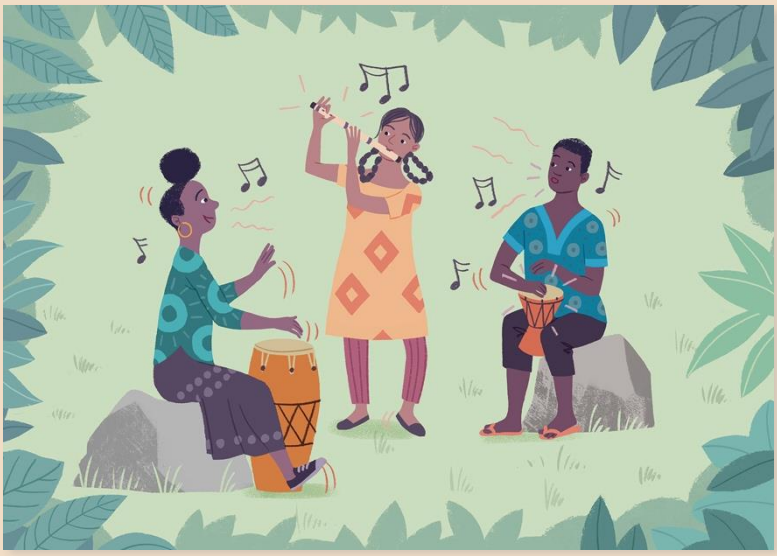

THE LOCAL
CHANGEMAKERS
COURSE

বাঁশি আর ঢোলের সংগীত

লিখেছেন ক্যাথরিন ক্যাশ এবং সিডসেল-মারি উইনথার প্রাগ
চিত্রিত করেছেন টবি নিউসোম

এই গল্পটি 'কোন এক কালে অনুশীলন'-টির জন্য ভিত্তি তৈরি করে। গল্পটিকে অধিবেশন ২-এর পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড ৩-২৩ দ্বারা চিত্রিত করা হয়েছে।

বাঁশি আর ঢোলের সংগীত

বহু বছর আগে এক এলাকায় দুটি গ্রাম ছিল।

একটি গ্রাম ছিল বনের মধ্যে। এই গ্রামের মানুষ তাদের ঢোলের বাদ্য আর নাচের জন্য বিখ্যাত ছিল। কোন শিশু সোজা হয়ে বসতে শেখার সাথে সাথে তাকে একটি ঢোল দেওয়া হতো। কিছু ঢোল ছিল খুবই ছোট। এগুলোর শব্দ বৃষ্টির একটানা রিমঝিম সঙ্গীতের মতো শোনাতো। আবার তাদের এমন ঢোলও ছিল যেগুলোর শব্দ শোনাতো বজ্রধ্বনির মতো আর সেই ঢোলগুলো বহন করতে দুজন মানুষ লাগতো। ঢোলের বাদ্য তাদের জীবনের সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে ছিল - আনন্দ উদযাপন, শোক এবং এই দুইয়ের মাঝে আর যা কিছু আছে সবকিছুতেই ঢোল বাজানো হতো। ওই গ্রামের মানুষেরা বিশ্বাস করত যে ঢোলের বাদ্য তাদের জীবনধারা ও বনের দেবতার মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করতো।

নীচের উপত্যকায় অবস্থিত গ্রামটির মানুষগুলো কখনই ঢোল বাদকদের বুঝতে পারতো না। ঢোলের বাদ্য তাদের কাছে সংহতিনাশক এবং অপ্রীতিকর বলে মনে হতো এবং ঢোলো একটা সাধারণ টোকা পড়লেও তারা ছটফট করে উঠতো। এই গ্রামে ছেলে শিশুর জন্ম হলে, তার বাবা কাঠ বা হাড় দিয়ে একটি বাঁশি বানিয়ে শিশুটির গলায় বেঁধে দিত। ছেলেটি তার জীবনের শেষ অবধি বাঁশিটি তার গলায় পড়ে থাকতো। তাদের ঐতিহ্যবাহী কিছু সুর ছিল যা আয়ত্ত করতে অনেক বছর লাগতো। এই গ্রামের কিছু পুরুষ বাঁশি বাজানোতে এতোই দক্ষ ছিল যে তাদের বাঁশির সুমধুর সুরে স্বর্গের ঈশ্বরও বিমোহিত হয়ে ফসলের জন্য বৃষ্টি এবং রোদ প্রদান করতেন। সেইসব পুরুষদেরকে সর্বোচ্চ সম্মানে সম্মানিত করা হতো।

যদিও ঢোল বাদকেরা তাদের জিনিসপত্র বিক্রি করতে বাঁশিবাদকদের গ্রামের সাপ্তাহিক বাজারে যেত, কিন্তু দুই গ্রামের মানুষ একে অন্যের সাথে মেলামেশা করতো না। বাজারে ঢোল বাজানো নিষিদ্ধ ছিল। অনেক বাঁশিবাদক দোকান মালিকেরা ঢোলবাদকদের কাছে কিছু বিক্রি করতে চাইতো না এবং ঢোলবাদকেরাও বাঁশিবাদকদের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করতো।

বাঁশিবাদকদের গ্রামে বাস করতো জিয়ানা নামের এক অল্পবয়সী মেয়ে। তার কৌতূহল এবং উদারতার জন্য সবাই তাকে ভালোবাসতো। তার বয়স যখন ১০ বছর তখন তার বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েন। একদিন, তিনি মেয়েকে তার কাছে ডেকে বললেন, "মা আমার, আমি আর বেশি দিন বাঁচব না। আমার বাঁশিটি নাও আর এটা পরে থাকো যাতে ঐ বাঁশির মাঝেই তুমি সবসময় আমাকে নিজের পাশে খুঁজে পাও।" জিয়ানা দুঃখে কাতর হয়ে পড়েছিল। মেয়েদের বাঁশি বহন করার প্রথা ছিল না, কিন্তু শীঘ্রই সে নিজেকে প্রশ্ন করলো, "কেন আমাকে বাঁশি বাজাতে দেওয়া হবে না?" যে রাতে তার বাবা মারা যায়, সেই রাতেই জিয়ানা বাঁশিটি তার গলায় বেঁধে নেয়।

জিয়ানা বড় হতে থাকলো। মাকে সবজি চাষে সাহায্য করা এবং বাজারের দোকানে সেই সব্জি বিক্রি করার জন্য সে কঠোর পরিশ্রম করতো। পরিশ্রমী এবং উদার মনের হওয়া সত্ত্বেও গলায় বাঁশি ঝুলিয়ে রাখার কারণে জিয়ানার গ্রামের মানুষেরা প্রায়ই তাকে উপহাস করতো। কখনও কখনও তারা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করতো যাতে সে বাঁশিটি আর না পরে, কিন্তু সে তাদের কথা শুনতো না। সুযোগ পেলেই জিয়ানা বনে চলে যেত বাবার বাঁশিটা বাজানোর জন্য।

এমনই কোনো এক দিনে জিয়ানা শুনতে পেল ঢোলের ক্ষীণ আওয়াজ। কৌতূহলবশত, সে ঢোলের শব্দ অনুসরণ করে বনের মধ্য দিয়ে একটি খোলা স্থানে গিয়ে পৌছাল, যেখানে সে দেখতে পেল একজন কিশোর ছেলে ঢোল বাজাতে বাজাতে গান করছে, আর তার বোন গাছ থেকে ফল পাড়ছে। জিয়ানা ওদেরকে এর আগে বাজারেও দেখেছে। তাই সে ওদেরকে চিনতে পেরেছিল - ওনো ও আইরিস - ওরা ভাই বোন।

গাছের আড়ালে লুকিয়ে জিয়ানা তার বাঁশি বাজাতে শুরু করলো। বাঁশির সুর আর ঢোলের তাল এক সুন্দর সঙ্গীতে পরিণত হলো।

গান শেষ হলে, জিয়ানা সাবধানে গাছের আড়াল থেকে খোলা জায়গায় বের হয়ে আসলো। ওনো এবং আইরিস বাঁশিওয়ালা মেয়েটিকে দেখে অবাক হয়ে গেলেও হেসে উঠলো এটা বুঝতে পেরে যে ঠিক তাদেরই মতো জিয়ানারও নিজ গ্রামে তার বাদ্যযন্ত্রটি বাজানোর অনুমতি নেই।

আইরিস জিয়ানাকে কিছু ফল দিল, এবং সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত তিনজন গান আর গল্প করে কাটিয়ে দিল।

এরপর যেদিন বাজার বসল, সেদিন জিয়ানা তার নতুন বন্ধুদেরকে চায়ের দোকানের সামনে দেখতে পেল। দোকানের মালিক তাদেরকে চিৎকার করে বলছিল, "দূর হও, নোংরা ঢোলবাদকের দল!" ওনো রেগে গেলেও আইরিস তাকে টেনে অন্যদিকে নিয়ে গেল। দোকন মালিকের ছেলে ওনোর জন্য চা ঢালছিল; তাকে দেখে লজ্জিত মনে হচ্ছিল।

জিয়ানা আগে কখনো 'ঢোলবাদকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ' লেখা ফলকটি সম্পর্কে ভাবেনি। আজ ওটা দেখে তার মনে পড়লো যে, সে এবং তার মা কখনই ঢোলবাদকদের দোকান থেকে কিছু কেনে না। এ কথা মনে হতেই তার হৃদয়টা ভারী হয়ে উঠল।

সেই দিন রাতে জিয়ানা তার মায়ের সাথে এ ব্যাপারে কথা বললো। সে তার মাকে প্রশ্ন করলো কেন তারা কখনই ঢোলবাদকদের দোকানে যায় না। উত্তরে মা তাকে বললেন, "চেনা জানা জিনিসের মধ্যে থাকাই ভালো"। কিন্তু জিয়ানা এই কথার মর্ম বুঝতে পারলো না। সে একটার পর একটা প্রশ্ন করতেই থাকলো - কেন সবাইকে সবখানে সাদর অভ্যর্থনা জানানো উচিত নয়। একইসাথে সে ওনো এবং আইরিসের দোকানের সুস্বাদু ফলগুলোর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে থাকলো। অবশেষে, জিয়ানার মা রাজি হলেন যে, এরপর যেদিন বাজার বসবে সেদিন তিনি ওদের দোকান থেকে কিছু ফল কিনবেন।

এদিকে চায়ের দোকানের মালিকের বাসায় মালিকের ছেলে ব্রোন যখন ঢোলবাদকদের প্রতি তার বাবার আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তোলে তখন তাদের মধ্যে বড়সড় একটা গন্ডগোল বেধে যায়। দোকানের মালিক ছিলেন গ্রামের সবচেয়ে সম্মানিত বাঁশি বাদক এবং একজন গর্বিত মানুষ। তার বাবা এবং দাদাও ছিলেন দক্ষ সঙ্গীতজ্ঞ, কিন্তু এক্ষেত্রে ব্রোন ছিল তার জন্য এক গভীর হতাশার কারণ। সর্বান্তক চেষ্টা সত্ত্বেও ব্রোন সবচেয়ে মৌলিক সুরটাও আয়ত্ত করতে পারেনি। অন্যদিকে বছরের পর বছর ধরে জোরপূর্বক অনুশীলন এবং নিষ্ঠুর মন্তব্যের শিকার হওয়ার দরুন ব্রোন বাঁশির প্রতি আগ্রহ ও শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছিল। দূর থেকে ভেসে আসা ঢোলের ক্ষীণ ছন্দের প্রতি সে আকর্ষণ অনুভব করতো এবং অন্যরকম এক জীবনের স্বপ্ন দেখতো।

সময় গড়াতে থাকে আর এদিকে জিয়ানা, আইরিস এবং ওনো একসাথে খেলার জন্য বনে দেখা করতে থাকে। তারা স্বপ্ন দেখতো এমন এক সময়ের যে সময় সবাই সাদর অভ্যর্থনা পাবে, ঢোল ও বাঁশি খোলামেলাভাবে বাজানো যাবে এবং বাজারেও তারা তাদের সুন্দর সঙ্গীত একসাথে বাজাতে পারবে।

প্রতি সপ্তাহে, ওনো এবং আইরিস সবজির দোকানে জিয়ানা এবং তার মায়ের সাথে দেখা করতো, আর জিয়ানার মাও তাদের কাছ থেকে ফল এবং বাদাম কিনতেন। একদিন, ওনো লক্ষ্য করলো যে জিয়ানার মা তার বেল্টের সাথে ঝুলানো ঢোলটির দিকে কৌতূহলীভাবে তাকিয়ে আছেন। এটা দেখে, ওনো বলল, “এটা হলো হাসির ঢোল। এই ঢোলের শব্দ মনে সুখের অনুভূতি জাগায়। আমি এই ঢোল বাজালে শিশুরা নাচে আর হাসে।" জিয়ানার মা মুগ্ধ হলেন।

অন্যান্য ঢোলবাদকেরা চারপাশে জড়ো হতে শুরু করে। জিয়ানা এবং তার মা তাদের ঢোলগুলি সম্পর্কেও তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে। সেদিন জিয়ানার মায়ের সবজিগুলি খুব তাড়াতাড়ি বিক্রি হয়ে যায়। কিছু প্রতিবেশী দোকানের মালিকরা তাদের বাজারের অংশে ঢোলবাদকদের সাদরে ঢুকতে দেয়ার জন্য জিয়ানার মায়ের প্রতি বিরক্ত ছিল, কিন্তু তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে সবাই যদি একে অন্যের কাছ থেকে কিনতে পারে তাহলে সবারই ভালো হবে।

তাদের দোকানের পাশে একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি মশলা বিক্রি করছিলেন, কিন্তু তার বেচাকেনা ভালো হচ্ছিল না। বেচাকেনা কিভাবে বাড়ানো যায় সে বিষয়ে ওনো তাকে পরামর্শ দিলো একটা বিজ্ঞপ্তি ঝুলিয়ে দিতে যেখানে লেখা থাকবে “সবার জন্য উন্মুক্ত”। ওনো বৃদ্ধ লোকটির জন্য বিজ্ঞপ্তিটি তৈরি করে সেখানে একটি বাঁশি ও ঢোলের ছবিও এঁকে দিয়েছিল।

বৃদ্ধ ব্যক্তির বিক্রি বাড়তে থাকে এবং ধীরে ধীরে অন্যান্য দোকান মালিকদের মধ্যেও একই উপলব্ধি আসতে শুরু করে। ঢোল ও বাঁশি বাদকদের মালিকানাধীন দোকানগুলোতে "সবার জন্য উন্মুক্ত" বিজ্ঞপ্তিটি একইভাবে প্রদর্শিত হতে শুরু করে। এতে করে বাজারটাও জমজমাট হয়ে উঠতে শুরু করে।

কিন্তু সবকিছুই যে সুন্দরমতো চলছিল এমন নয়। ব্রোনের বাবা বাজারে তার সীমানার মধ্যে ঢোলবাদকদের প্রবেশের আশঙ্কায় আতঙ্কিত ছিলেন। তিনি এই ব্যাপারটাকে তাদের পুরানো জীবনধারার জন্য হুমকি বলে ভাবছিলেন। অন্যান্য যারা তারই মতো মনোভাব পোষণ করতো তাদেরকে

জড়ো করলেন যাতে একসাথে তারা ‘সবার জন্য উন্মুক্ত’ লেখা ফলকগুলি ছিঁড়ে ফেলতে পারেন এবং ঢোলবাদকদের হয়রানি করতে পারেন। ফলত: বাজারে ক্রমশ উত্তেজনা বাড়তে থাকে এবং বাজার পরিষদও এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে।

ব্রোন তার বাবার পরিকল্পনায় অংশ নিতে অসম্মতি জানায়। সে বরং বৃদ্ধ মসলা বিক্রেতাকে নিয়ে বাজার পরিষদের সাথে কথা বলে তাদেরকে রাজি করালো যে বাজারে সবার জন্য উন্মুক্ত একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। ব্রোনের আশা ছিলো যে তার বাবা এবং অন্যরা ঢোলবাদকদের গল্প ও গান শুনার পর হয়তো তাদেরকে মেনে নিবে।

সঙ্গীতানুষ্ঠানের কথা ছড়িয়ে পড়লো এবং দূরদূরান্ত থেকে মানুষ আসলো দেখতে। এদিন স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি বেচাকেনা করেন দোকান মালিকরা।

অবশেষে, সঙ্গীতানুষ্ঠানের সময় হল। বৃদ্ধ মশলা বিক্রেতা তার কাঠের বাঁশিতে একটি সুন্দর সুর বাজালেন যার সাথে গান গাইলেন তার মেয়ে। গানটি ছিল ভালো ফসল দেবার জন্য ইশ্বরের বন্দনা নিয়ে। বৃদ্ধ মশলা বিক্রেতা ব্যাখ্যা করলেন যে অভাব-অনটন ও কষ্টময় তারুণ্যের দিনগুলি পার করে এতো বছর পরেও কেন গানটি তার কাছে এখনও এতো অর্থবহ। ব্রোনের বাবা ভিড়ের মধ্যে কিছু ঢোলবাদকের মুখে হাসি এবং তাদেরকে মাথা নাড়াতে দেখে ভ্রু কুঞ্চিত করলেন।

বৃদ্ধ লোকটি ওনো এবং আইরিসকে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানালেন। তারা তাদের ঢোলের গল্প বললো এবং বনের ভেতর দিয়ে যে ছোট নদী বয়ে গেছে তার প্রাণবন্ত বয়ে চলার প্রতি এবং ফলের গাছগুলিকে সুরক্ষিত রাখার জন্য ঝড়ের দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কৌতুকপূর্ণ বাদ্যসঙ্গীত ও গান পরিবেশন করলো। বাঁশিবাদকদের গ্রামের সবাই প্রথমবারের মতো বুঝতে পারলো ঢোলবাদকদের কাছে ঢোল যন্ত্রটির মর্ম কী। ব্রোনের বাবা মুখ ভারী করে ভ্রুকুটি করলেন।

অবশেষে, জিয়ানা ওনো এবং আইরিসের সাথে মঞ্চে উঠে আসলো। সে তার বাবার কথা ভেবে বাঁশি ঠোঁটে রাখল এবং তিনজন একসাথে বাজাতে লাগল। মঞ্চের চারপাশ জুড়ে হতবাক এক নীরবতা নেমে এল কেননা এর আগে কখনো বাঁশি ও ঢোল একসঙ্গে শোনাও যায়নি বা কোনো মেয়েকে কখনো বাঁশি বাজাতেও দেখা যায়নি।

জিয়ানার বাঁশি থেকে সূর্য ও বৃষ্টির প্রতি বন্দনার সুর আর ওনোর ঢোলের বাদ্য থেকে নৃত্যময়ী ছোট নদীর বয়ে চলার ছন্দ একসাথে মিলে বাতাসে ভেসে থাকলো।

গান শেষ হলে ভিড়ের মধ্যে মানুষগুলো কেবল একে অন্যের দিকে

তাকাতে থাকলো। কেউ কেউ ইতস্ততভাবে হাততালি দিল আবার কেউ কেউ ঘুরে তাকালো। ব্রোনের বাবা জিয়ানার প্রতি রেগে ফেটে পড়লেন। "বিশ্বাসঘাতক!" বলে চিৎকার করে রাগান্বিতভাবে চলে গেলেন।

বাবার দিকে বিষাদময় চোখে তাকিয়ে ছিল ব্রোন। কী যেন কী ভেবে মাথা ঝাঁকিয়ে গলা থেকে বাঁশিটা সে খুলে ফেললো। বাঁশিটা তার বাবার দোকানে রেখে গ্রাম ছেড়ে সে চিরতরে চলে গেল।

সঙ্গীতানুষ্ঠানের পর দুটি গ্রামেই এ নিয়ে তুমুল আলোচনা হয়। বাজারের সব দোকান কি সবার জন্য উন্মুক্ত করা উচিত? মেয়েদের কি বাঁশি বাজাতে দেওয়া উচিত এবং বাঁশি ও ঢোল কি কখনো একসাথে বাজানো উচিত? অনেক দিন পেরিয়ে গেলেও গ্রামবাসীরা এ ব্যাপারগুলোতে একমত হতে পারেনি।

ঢোলবাদকদের অভিজ্ঞতা শোনার পর এবং সবার আন্তরিকতা দেখে, বাজার পরিষদ রায় দেয় যে, "বাজারে সব মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করা হবে!" ঢোল বাজানোর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয় এবং অবশিষ্ট 'ঢোলবাদকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ' লেখা ফলকগুলি সরিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু যন্ত্র বাজানো সংক্রান্ত অন্যান্য প্রশ্নের জবাবে পরিষদ কোন একটি পক্ষ সমর্থন করতে অস্বীকার করে এবং এই সিদ্ধান্তে উপনিত হয় যে, প্রত্যেকের অকপট বিশ্বাসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে এবং সে স্বাধীনভাবে নিজ বিশ্বাস অনুসরণ করতে পারবে।

বাজারের সবগুলো দোকানে ঢোলবাদকদের সাদরে অভ্যর্থিত হতে অনেক বছর লেগেছিল। কিন্তু প্রতি সপ্তাহেই জিয়ানা, ওনো এবং আইরিসকে একসঙ্গে বাঁশি ও ঢোলের সংগীত পরিবেশন করতে দেখা যেত। এক সময় তাদের আঙুলগুলোও শক্ত হয়ে যেতে থাকলো, চুলও ধূসর হতে শুরু করলো, শুধু থেকে গেলো তাদের সম্মিলিত ঢোল ও বাঁশির সংগীত।